KB

SEM II (HONS)

CC PAPER-III

History of India III (600-1206 AD)

and

SEM II (GEN)

GE PAPER-IB

History of India (300-1206 AD)

Q. চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব আলোচনা কর। (Achievements of Pulakesin II)

Ans:- দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি চালুক্য রাজ্যকে দক্ষিণ ভারতের শক্তিকেন্দ্র অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুলকেশী ছিলেন চালুক্যরাজ প্রথম কীর্তিবর্মনের পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় পুলকেশী নাবালক থাকায় কীর্তিবর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ রাজা হন। পরবর্তীকালে পুলকেশী মঙ্গলেশকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হন। এর উল্লেখ আইহোল প্রশস্তিতে পাওয়া যায়। পুলকেশী রাজা হবার পর ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। এছাড়া পারিবারিক উপাধি যেমন— শ্রীপৃথ্বী-বল্লভ, বল্লভ ও শ্রী-বল্লভ ও তার উপাধি ছিল। তাঁর সিংহাসনে আরোহনের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন।

সিংহাসনে আরোহন করার পর থেকেই পুলকেশী নানাভাবে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আইহোল লিপিতে আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামে এরূপ দুই রাজার নাম পাওয়া যায়, যারা পুলকেশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই দুই রাজার সঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তারা চালুক্য রাজ্যের উত্তর সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকে এদের রাষ্ট্রকূট বংশের

শাসক বলে মনে করেন। যদিও এটি রাজকীয় কর্তৃত্ব বংশের থেকে পৃথক ছিল। আইহোল শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে ভেদনীতি প্রয়োগ করে গোবিন্দকে তার মিত্র বানান এবং আপ্পায়িককে পরাস্ত করেন। এরপর পুলকেশী কদম্বদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের রাজধানী বনবাসী দখল করেন। এই সময় কদম্বদের রাজা ছিলেন সম্ভবতঃ ভোগিবর্মন। পুলকেশী কদম্বদের উচ্ছেদ করে তাদের রাজ্য নিজের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি কদম্বদের রাজ্যকে তাঁর সামন্তদের অধীনে বিভক্ত করে দেন। প্রধান অংশটি আলুপদের দেওয়া হয় ও তার নাম হয় কদম্ব-মণ্ডল এবং নাগখণ্ড অংশটি সেন্দ্রকদের হাতে অর্পণ করা হয়। আইহোল প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে দ্বিতীয় পুলকেশী একদা কদম্বদের অধীনস্থ আলুপদের পরাস্ত করেছিলেন। আলুপরা দক্ষিণ কানাড়া বা শিমোগা অঞ্চলে রাজত্ব করত। অনেকে কুর্গ অঞ্চলে রাজত্বকারী আলুকদের আলুপদের সাথে তুলনা করেন। পুলকেশীর সময় এই আলুপদের রাজা ছিলেন গুণসাগর। আইহোল শিলালিপিতে আরও বলা আছে যে দ্বিতীয় পুলকেশী গঙ্গদের পরাস্ত করেছিলেন। গঙ্গরা সম্ভবতঃ বিনাযুদ্ধেই পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করে। এরপর পুলকেশী কোঙ্কনের মৌর্যদের পরাস্ত করে তাদের রাজধানী পুরী অধিকার করেন। এই পুরী ঘরপুরী বা রাজপুরীর সাথে তুলনীয় বলে মনে করা হয়।

আইহোল প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে, পুলকেশী উত্তর ভারতের লাট, মালব ও গুর্জরদের পরাজিত করেছিলেন। তবে এদের সাথে পুলকেশীর সরাসরি যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। লাটরা দক্ষিণ গুজরাট অঞ্চলে রাজত্ব করত। সম্ভবতঃ লাটদের অঞ্চল অধিকার করে পুলকেশী তার প্রাদেশিক শাসক বিজয়বর্মরাজের হাতে তা সমর্পণ করেন। মালবরা মধ্যভারতের মালওয়া অঞ্চলে এক সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত এবং হয়তবা কলচুরিদের অধীনে আসার আগে তারা মৈত্রকদের অধীনস্থ ছিল। গুর্জররা

গিয়েছিল লাট অঞ্চলের (ভরুচ) গুর্জর এবং সম্ভবতঃ গুর্জররাজ দ্বিতীয় দাদ্দা দ্বিতীয় পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল উত্তরভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করা। তবে এই যুদ্ধের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিছু ঐতিহাসিকদের মতে (K.V. Ramesh এবং K.A. Nilakanta Sastri) ৬১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই যুদ্ধ হয়েছিল। হুয়েনসাং ও এই মতকে সমর্থন করেছেন। অনেকের মতে, ৬১৮ - ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজাপুর - মুম্বাই লিপির ভিত্তিতে শেষ মতটিকেই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। হর্ষবর্ধন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর মধ্যে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কেও নানা মতভেদ বর্তমান। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে হর্ষের শক্তিতে ভীত হয়ে লাট, মালব ও গুর্জররা পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। হর্ষ এই তিন রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে এরা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্য মত অনুসারে মঙ্গলেশ ও পুলকেশীর মধ্যে বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে হর্ষ চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। যদিও নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে প্রতিহত হতে বাধ্য হন। আইহোল ও বিজাপুর-মুম্বাই লিপিতে এই যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকলেও হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট তার হর্ষচরিতে এই যুদ্ধের কথা বলেন নি। হুয়েনসাং এর বিবরণ থেকেও পুলকেশীর হর্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের কথা জানা যায়।

আইহোল লিপিতে আরও বলা হয়েছে যে কোশল এবং কলিঙ্গের রাজারা কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই দ্বিতীয় পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কোশল ছিল সম্ভবতঃ দক্ষিণ কোশল (বর্তমান ছত্তিশগড় এবং পশ্চিম উড়িষ্যা), যেখানে পাণ্ডুবংশীয়রা রাজত্ব করতেন। সম্ভবতঃ পাণ্ডুবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত বালার্জুন পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কলিঙ্গ (উড়িষ্যা ও উত্তর অন্ধ্র প্রদেশ) এর রাজা কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও পূর্বগঙ্গ বংশ বা বিষ্ণুকুণ্ডীদের কোন সামন্তরা এখানে রাজত্ব করতেন।

আইহোল প্রশস্তি এবং মারুতুর লিপি থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশী পিষ্টপুর (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের পিঠাপুরম) দখল করেন। কুনালা হ্রদের নিকট একবার এক ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুকুণ্ডী বংশের কোন রাজার সাথে এই যুদ্ধ হয়েছিল। পুলকেশী নিম্ন গোদাবরী-কৃষ্ণা অববাহিকার বিষ্ণুকুণ্ডীদের পরাস্ত করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। খুব সম্ভবতঃ বিষ্ণুকুণ্ডীরাজ ইন্দ্রবর্মন পুলকেশীর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। পুলকেশী তাঁর বিজিত রাজ্যগুলিতে বেশ কিছু শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

পল্লব রাজ্য ছিল চালুক্যরাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। পল্লবদের একদা মিত্র বিষ্ণুকুণ্ডীদের পদানত করায় চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বহুবার এদের মধ্যে যুদ্ধ হলেও কোন পক্ষই জয়লাভ করে নি। আইহোল এবং কাশাকুড়ি লিপি থেকে জানা যায় যে, পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে যুদ্ধে কোন পক্ষই জয়লাভ করে নি এবং পল্লবরা কাঞ্চী ও চালুক্যরা বাতাপিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অপরদিকে পেদ্দাবাদুগুরু লিপি থেকে জানা যায় যে, বাণ রাজা রণবিক্রমকে পরাস্ত করেছিলেন। বাণরা একসময় পল্লবদের অধীন ছিল, ফলে চালুক্যদের সাথে পল্লবদের শত্রুতা শুরু হয়। আইহোল প্রশস্তিতে আরও বলা হয়েছে যে পল্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদের পরাস্ত করে তাদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মন চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন। ৬৪২-৪৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পল্লবদের সাথে যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন।

হুয়েনসাং বলেছেন যে দ্বিতীয় পুলকেশী এক সুবিশাল, সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী,

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। আইহোল প্রশস্তিতে বলা আছে যে তাঁর সাম্রাজ্যের তিনদিক ছিল সমুদ্রে ঘেরা। যদিও চোল, চের এবং পাণ্ড্যদের মত দক্ষিণতম রাজ্য গুলি তার সীমানার অন্তর্গত ছিল কিনা তা নিয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না। হর্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আইহোল লিপিতে বলা হয়েছে যে তিনি ৯৯,০০০ গ্রাম সমন্বিত 'তিনটি মহারাষ্ট্রের' অধীশ্বর হন। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই তিন মহারাষ্ট্র হল বর্তমান মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন ও কর্ণাট অঞ্চল। হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করে পুলকেশী 'পরমেশ্বর' উপাধি নেন। এই তিনটি মহারাষ্ট্র অঞ্চল তিনি নিজ শাসনে না রেখে তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সেন্দ্রক রাজা সেন-নন্দ-রাজা কোঙ্কন এবং আল্প-শক্তির রাজারা উমরদেশ অঞ্চলের দায়িত্ব পান। বিষ্ণুকুণ্ডীদের পরাস্ত করে পুলকেশী উত্তরে বিশাখাপত্তনম থেকে দক্ষিণে নেল্লোর ও গুন্টুর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনকে বেঙ্গীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী নিজে বৈষ্ণব উপাসক হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর সহনশীলতা ছিল। তার সময়ে বহু শিব মন্দির নির্মিত হয়। হিউয়েন সাং তাঁর রাজ্যে ১০০ এর বেশি বৌদ্ধ মঠ ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। পুলকেশীর সময়কালেই বাতাপির বিখ্যাত মেগুতি জৈন মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যার দেওয়ালে আইহোল প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পর তাঁর পুত্রদের কে কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন তা নিয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পুলকেশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধন চালুক্যরাজ্যের পূর্ব প্রান্তে এক পৃথক বেঙ্গীর চালুক্য সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

— ০ —